দৈনিক জনকণ্ঠ 61

তারিখ 27 JAN 1998
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

# ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ॥ মুহসীন হলে পুলিশের তল্লাশি ॥ একজন গ্রেফতার

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার॥** গোয়েন্দা পুলিশ এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েছে। এ সময় পুলিশ হল গেট থেকে এক ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে অভিনব কায়দায় ছুটে পালিয়েছে আরেক ক্যাডার। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে রবিবার রাজু আহত হওয়ার পর ক্যাম্পাসে ব্যাপক অস্ত্র সরবরাহের খবর পেয়ে পুলিশ এ অভিযান চালায়। তবে এ সময় তারা কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। এদিকে রাজু আহত হওয়ার কারণে ২২ জনকে আসামী করে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল সকাল সোয়া এগারোটায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল মুহসীন হলে দেড় ঘণ্টাব্যাপী তল্লাশি চালায়। তল্লাশির পূর্বে পুলিশের গাড়ি ওঁৎ পেতে ক্যাম্পাস এলাকায় অবস্থান নেয়। হঠাৎ মুহসীন হল গেটে পৌঁছে ছাত্রলীগ 'রতন-তমি' গ্রুপের অন্যতম নেতা বাবুল তালুকদারকে গ্রেফতার করে। পুলিশ এ সময় আমিনুল ইসলাম রতনকে ধরে ফেলে। গ্রুপ কর্মীরা রতনকে উদ্ধার করতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে। এক পর্যায়ে রতন পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে ছুটে যায় এবং দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে পুলিশ ক্ষুব্ধ হয়ে মুহসীন হলে ঢুকে কয়েকটি রুম ভাংচুর করে। পুলিশ হল টিভিরুম, পেপার রুমে সাধারণ ছাত্রদের বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এতে বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছে। পুলিশ ৫১১ এবং ৫৩৬ নম্বর রুমে ব্যাপক ভাংচুর করে। বাবুল তালুকদারকে এক মাসের ডিটেনশনে দেয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ছাত্রলীগের দুটি ক্যাডার গ্রুপের দ্বন্দ্ব এখন চরমে পৌঁছেছে। 'শামীম গ্রুপ'-এর ক্যাডাররা রবিবার 'রতন-তমি' গ্রুপের এক ক্যাডারকে আহত করলে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। গতকাল 'রতন-তমি' গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত হলে পুলিশের তল্লাশি এবং এই গ্রুপের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের কারণে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। 'রতন-তমি' গ্রুপের অভিযোগ, পুলিশ তাদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ 'শামীম গ্রুপের' সঙ্গে পিতৃসুলভ আচরণ করছে। গ্রুপ দু'টির একটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কোন এক কর্মকর্তার ইশারায় নিয়ন্ত্রিত হয় বলে ক্যাম্পাসে অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রলীগের ক্যাডারদের দু'টি গ্রুপই ক্যাম্পাসে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ জন্য ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে বহিরাগতদের ভিড় বাড়ছে। এরা ভুয়া পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে হলগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে বলে জানা গেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্যাম্পাসে টিকে থাকার জন্য দু'গ্রুপের মধ্যে 'শেষ যুদ্ধ হতে পারে বলে ক্যাডারদের সূত্রে জানা গেছে। নন-ক্যাডার ছাত্রলীগ নেতারা ক্যাডারদের এই সংঘর্ষের বিষয়ে কোন রকম মুখ খুলছেন না। তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। তবে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের দু'একজন এই ক্যাডার রাজনীতি এবং গ্রুপিংয়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে মাস তিনেক আগে ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যাওয়া 'গোপালগঞ্জ গ্রুপ'-এর সঙ্গে 'রতন-তমি' গ্রুপের সমঝোতা আলোচনা চলছে। গোপালগঞ্জ গ্রুপের সদস্যরা দু'একদিনের মধ্যে মুহসীন হলে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মূলত চূড়ান্ত লড়াইয়ে জয়ী হতে চাওয়ার কারণে দু'গ্রুপেই এখন শক্তি সংগ্রহ চলছে।